খুলনায় কাদিয়ানি মসজিদে খতমে নবুয়ত এই ব্যানার টাঙ্গিয়ে দেয়

Ljbvq Avµvš Kw`qvwbiv

রবিউল আলম, *খুলনা থেকে*

খতমে নবুয়তের উন্মাদনায় খুলনার কাদিয়ানিরা এখন আতঙ্কগ্রস্ত। যুগ যুগ ধরে খুলনায় যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করছিল, 'ইসলাম রক্ষার' নামে উগ্রপন্থি ঐ সংগঠনের অব্যাহত উশৃঙ্খল কর্মকান্ডের মুখে তা ভেঙে পড়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের বইপত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করার দাবির অজুহাত দেখিয়ে খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট গত ১৩ আগস্ট কয়েক হাজার উগ্রপন্থি লোক নিয়ে কাদিয়ানিদের নিরালা পল্লী অবরুদ্ধ করে রাখে। পল্লীর তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল মতিন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, মৌলবাদীরা লাঠি হাতে মাথায় লাল হলুদ ফিতে বেঁধে কাফনের কাপড় পরে তাদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে সমবেত হয়ে আক্রমণ করে। পুলিশের হস্তক্ষেপে এ যাত্রা রক্ষা পেলেও স্থানীয় ধর্মভীরু মুসলমানদের যে ভাবে আমাদের ওপর লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে তাতে যে কোনো সময় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। নিরালায় গত ২১ ও ২৯ আগস্ট দু'দফা সরেজমিন গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে সেখানে এখন রীতিমত আতঙ্কজনক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

সরেজমিন কাদিয়ানি পল্লী

নগরীর প্রাণকেন্দ্র শিববাড়ি মোড় থেকে নিরালার দূরত্ব প্রায় ২ কিলোমিটার। নিরালার নিরিবিলি আবাসিক এলাকার এক নম্বর সড়কের দক্ষিণপ্রান্তে পৌঁছালে বাম হাতে কাদিয়ানি পল্লী। প্রায় তিন একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত কাদিয়ানি পল্লীর চতুর্দিকে উঁচু প্রাচীর আর কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। ছোট বড় দুটি গেট। গেটে স্বেচ্ছাসেবকরা দায়িত্ব পালন করছে। প্রাচীরের ভেতরে একটি মসজিদ, দু'তলা দুটি ভবন, লাইব্রেরি, ধর্মপ্রচার কেন্দ্র আর কিছু আবাসিক ঘরবাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

স্বাধীনতার পরপরই কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে নিরালা পল্লীসহ গোটা খুলনায় ২৫০ থেকে ৩০০ কাদিয়ানির বসবাস রয়েছে। ১৯৭৫ সালে কাদিয়ানি নেতা সলিমুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে এখানে আহমাদিয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম প্রচার শুরু করা হয়।

মৌলবাদী শক্তি নানা নামে কাদিয়ানিদের ওপর আক্রমণ করছে। ঢাকার বকশিবাজার কাদিয়ানিদের কেন্দ্রীয় মসজিদে কয়েকদফা হামলার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এখন হামলার টার্গেট হিসেবে বেছে নিয়েছে মফস্বলের কাদিয়ানি পল্লীগুলো। এরই ধারাবাহিকতায় পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনার কাদিয়ানি পল্লীতে আমক্রণ করে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। কেবল তাই নয়, কাদিয়ানিদের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং ক্ষতি সাধনের জন্য ঐ ঘটনার পর খুলনার নিরালায় ১০১ সদস্যের খতমে নবুয়তের স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। আলহাজ মুন্সি লুৎফর রহমান এ কমিটির আহ্বায়ক। কাদিয়ানি পল্লীর উত্তরে মাত্র দশ গজের মধ্যে তার বাড়ি। কাদিয়ানিদের আহমাদীয়া জামা'তের সেক্রেটারি জেনারেল আহসান জামিল ২০০০কে বলেন, ঐ কমিটি আমাদের জন্য একটা বড় আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিটির লোকজন প্রায়ই আমাদের নানাভাবে উত্যক্ত করছে। পথে ঘাটে আমাদের লোকদের গায়ে পড়ে উসকানিমূলক কথাবার্তা বলে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধানোর পাঁয়তারা চালানো হচ্ছে। মারধরও করছে।

মূলত ইমাম মাহদী এসে গেছেন, না আসবেন- এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে এসব বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটছে। কাদিয়ানি নেতা মোঃ শামসুর রহমান ২০০০কে বলেন, আমরা

জামায়াত লিড না দিলে তথাকথিত খতমে নবুয়তের পক্ষে এতো লোক জোগাড় করা সম্ভব হতো না। খতমে নবুয়তের এককভাবে এতো ক্ষমতা নেই। কিছুদিন আগে কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি উসকানিমূলক উত্তর দেন

মুসলমান বা নবী রাসুলকে (সঃ) মানি কি না সেটা এখন বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সচেতন মুসলমান মাত্রেই উপলব্ধি করবেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। রাজপথে মিছিল-আন্দোলন-ভাংচুর করে এ সমস্যার সামাধান কখনই সম্ভব নয়। অতীতে মাওলানা মওদুদী, নাদভী এবং রুহুল আমীনের মতো প্রখ্যাত আলেমগণ আহমাদীয়া মুসলিম জামা'ত তথা কাদিয়ানিদের সম্পর্কে বা বিপক্ষে অনেক কথা বলেছেন, বইপত্রও রচনা করেছেন। কিন্তু তারা কোনো মসজিদ ঘেরাও বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কোনো কাজ করেননি। ধর্মের নামে সন্ত্রাস বা ত্রাস সৃষ্টি নিঃসন্দেহে ইসলাম বিরোধী কাজ। তথাকথিত খতমে নবুয়ত মুভমেন্টের উগ্র নেতাকর্মীরা সেটাই করছেন। তাদের এহেন উচ্ছৃঙ্খল কর্মকান্ডে আমরা এখন গভীর উৎকণ্ঠা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে সার্বক্ষণিক ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।

কাদিয়ানিরা যাবে কোথায়

নিরালার কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের ওপর ধর্মীয় উগ্রতার খড়্গ নেমে এসেছে বারবার। বলা যায়, জন্ম থেকেই জ্বলছে তারা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, কাদিয়ানিরা এখানে আসার পর থেকে নানাভাবে নাজেহাল হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম আক্রান্ত হয় ১৯৮৩ সালে। মসজিদে ধর্মীয় আলোচনা সভায় সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর বেপরোয়া হামলা চালায়। এতে মারাত্মকভাবে আহত হয় বেশ কয়েকজন কাদিয়ানি। এরপর থেকে সশস্ত্র চোরাগোপ্তা হামলা প্রায় প্রতিনিয়ত ঘটছে বলে জানায় কাদিয়ানিরা। ১৯৮২ সালে সশস্ত্র উগ্রবাদীরা হামলা চালিয়ে কাদিয়ানিদের গাড়ি ভাংচুর এবং বই পুস্তক লুটপাট করে নিয়ে যায়। এ যাবৎকালের মধ্যে সব থেকে বড় হামলার ঘটনা ঘটে ১৯৯৯ সালের ৮ অক্টোবর। মসজিদে জুম্মার নামাজ চলাকালে সন্ত্রাসীদের শক্তিশালী বোমার আঘাতে ৭ কাদিয়ানি কর্মী ঘটনাস্থলেই নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়।

যশোরে উদীচীর বোমা ট্রাজেডির (৬ মার্চ) ৭ মাসের মাথায় পশ্চিমাঞ্চলে আরো একটি জঘন্যতম পৈশাচিক ঘটনা ঘটে। এই বোমা বিস্ফোরণের পরপরই দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে দেশব্যাপী। সেনা বিশেষজ্ঞ দল ছাড়াও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ধারণা করা হয় এর পেছনে একটি মৌলবাদী সংগঠন রয়েছে। যারা কাদিয়ানিদের শত্রু মনে করে তারাই এ কাজ করেছে। আবার কথা ওঠে, কাদিয়ানিরাই এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তবে যারাই এ ঘটনা ঘটাক তাদের শনাক্ত করে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোর জন্য গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঐ ঘটনার

আব্দুল মতিন, তত্ত্বাবধায়ক, কাদিয়ানি পল্লী

মৌলবাদীরা লাঠি হাতে মাথায় লাল হলুদ ফিতে বেঁধে কাফনের কাপড় পরে তাদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে সমবেত হয়ে আক্রমণ করে। স্থানীয় ধর্মভীরু মুসলমানদের যে ভাবে আমাদের ওপর লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে তাতে যে কোনো সময় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে

বিচারতো দূরের কথা, সুষ্ঠু তদন্তও হয়নি। কাদিয়ানি সদস্য সৈয়দ মুহম্মদ ওমর ২০০০কে বলেন, ঐ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হলে আমাদের ওপর মৌলবাদীরা হয়তো বারবার বেপরোয়া হামলা চালাতে সাহস পেতো না। সূত্র জানায়, মৌলবাদীরা নিরালা কাদিয়ানিদের ওপর জঙ্গি হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সারা দেশে উগ্র মৌলবাদীদের দ্বারা এযাবৎকাল যত কাদিয়ানি আক্রান্ত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খুলনার কাদিয়ানিরা। সব সময় ছোটখাটো আক্রমণের শিকার হলেও '৯৯ সালে বোমা হামলায় তাদের ৭ সহকর্মী প্রাণ হারান এবং ৩০ জন আহত হন। সর্বশেষ তাদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে গত ১৩ আগস্ট খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট আক্রমণ করে। পুলিশ প্রতিরোধ করতে হিমশিম খেয়ে অবশেষে তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়। খুলনায় আহমাদিয়া মুসলিম জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আহসান জামিল ২০০০কে বলেন, সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে 'আহমাদীয়া মুসলিম জামা'ত' লেখা সাইনবোর্ডের ওপর মৌলবাদীরা 'কাদিয়াানি উপাসনালয়, কোনো মুসলমান মসজিদ মনে করে ধোঁকায় পড়বেন না' লেখা সাইনবোর্ডে টাঙিয়া দিয়েছে। পুলিশের উপস্থিতিতে মৌলবাদীরা জোর করে এ কাজটি করে কার্যত দেশে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে। আমাদের দাবি, সরকার প্রশাসনের মাধ্যমে ঐ সাইনবোর্ড অপসারণ করে আমাদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার কার্যকর করতে হবে। এ ব্যাপারে খুলনা মেট্রোপলিটন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এম আকবর আলী ২০০০কে বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এটা না করলে বড় ধরনের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো।

কিন্তু খতমে নবুয়তের এতো ক্ষমতার উৎস কোথায় যে তারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র এবং পুলিশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অব্যাহত জঙ্গি তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাদিয়ানি এক নেতা ২০০০কে বলেন, জামায়াত লিড না দিলে তথাকথিত খতমে নবুয়তের পক্ষে এতো লোক জোগাড় করা সম্ভব হতো না। খতমে নবুয়তের এককভাবে এতো ক্ষমতা নেই। কিছুদিন আগে কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের ব্যাপারে জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামীকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি উসকানিমূলক উত্তর দেন। কার্যত সরকারের একটা অংশ হওয়ায় জামায়াত সরাসরি কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে মাঠে না নামলেও নেপথ্যে থেকে খতমে নবুয়ত মুভমেন্টের উচ্ছৃঙ্খল কর্মকান্ডের শক্তি যোগাচ্ছে। অবশ্য জামায়াতের খুলনা মহানগরীর আমির মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি তাদের বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগের কথা সরাসরি অস্বীকার করেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, খতমে নবুয়তের খুলনা আমির মাওলানা সালেহ আহম্মেদের সঙ্গে ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। গত বছর ডিসেম্বরে আবাসিক হোটেল রূপসায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে পুলিশ সেখান থেকে আফগানভিত্তিক হিজবুল মুজাহিদ নেটওয়ার্কের কাগজপত্র উদ্ধার করে। নবেম্বরে রূপসা নদী দিয়ে ট্রলারে করে প্রশিক্ষণের জন্য সুন্দরবনে যাওয়ার পথে পুলিশ একদল মুজাহিদ জঙ্গি ও বিপুল পরিমাণ মুজাহিদি কাগজপত্র উদ্ধার করে। এসব ঘটনার সঙ্গে সালেহ আহম্মেদের যোগসূত্র থাকতে পারে বলে গোয়েন্দা সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে ধারণা করে আসছে। তবে খতমে নবুয়তের সালেহ আহম্মেদের সঙ্গে হিজবুল মুজাহিদের যোগসূত্র থাকুক বা না থাকুক, এর পেছনে যেকোনো বড় ধরনের জঙ্গি শক্তি রয়েছে সে ব্যাপারে মোটামুটি সবাই নিশ্চিত। এ শক্তির বলেই খতমে নবুয়তের ব্যাপারে তিনি কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অব্যাহতভাবে উসকানি দিচ্ছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষুণ্ন হচ্ছে কাদিয়ানিদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং নাগরিক অধিকার। জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্যে না হলেও ক্ষমতায় থেকে তাদের শেল্টার দিচ্ছে। তাদের উসকানিমূলক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সমর্থন করছে। খতমে নবুয়তের মতো অন্ধ মৌলবাদীদের দিয়ে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে জামায়াত।

সংবিধানে (৪১, ক ও খ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের যেকোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারে অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ ছাড়া সংবিধানের ৩৯ (১) ধারায় নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু দেশে কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের লোকজনের ওপর একের পর এক হামলার ঘটনায় তৈরি হচ্ছে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। আন্তর্জাতিক মহলেও দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকার কাদিয়ানিদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে কার্যত কথিত খতমে নবুয়ত সংগঠনের কার্যক্রমকে আরো উসকে দিচ্ছে। খুলনার ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থলে থাকলেও কোনো অ্যাকশনে যায়নি। উপরন্তু, সাইনবোর্ড লাগানোর কাজটি নির্বিঘ্নে করার ব্যাপারে পুলিশ সহযোগিতা করেছে। এতে কাদিয়ানিদের নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হচ্ছে।

কাদিয়ানিদের ওপর হামলার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইতিমধ্যে জাতিসংঘ মানব অধিকার কমিশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকাও সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরের সময় কাদিয়ানিদের ওপর হামলা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কাদিয়ানিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান (২৬ আগস্ট) জানিয়েছে। এ বিষয়ে ক্রমান্বয়ে সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক মহল থেকে চাপ বাড়ছে। কিন্তু এসবের পরও পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো খুলনার সাধারণ মানুষ ঐতিহ্যগতভাবেই উদার, শান্তিপ্রিয়, পরমতসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে এখানকার মানুষের রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য গুটিকয়েক উগ্রপন্থি লোকের কারণে বিনষ্ট হবে তা হতে দেয়া যায় না। সরকারের উচিত কোনো অযৌক্তিক আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে যাতে ধর্ম রক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী কোনো বিশৃঙ্খল ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে ব্যাপারে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কাদিয়ানিদের ধর্মীয় এবং নাগরিক অধিকার কার্যকর করা সাংবিধানিক দায়িত্ব।

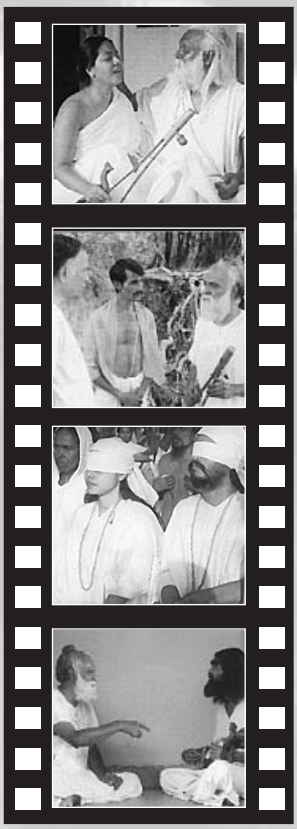

বাড়ির পাশে আরশি নগর, সেথায় পড়শী বসত করে...

টোকিওতে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে ভূষিত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র 'লালসালু' খ্যাত পরিচালক তানভির মোকাম্মেলের FUKUOKA ফ্লিম ফ্যাস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত ও বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত

লালন ও চিত্রা নদীর পাড়ে

অভিনয়ে- রাইসুল ইসলাম আসাদ, শমী কায়সার, আজাদ আবুল কালাম ও অন্যান্য প্রবাসীদের জন্য টোকিওতে বিশেষ প্রদর্শন।
উপস্থিত থেকে দর্শকদের মুখোমুখি হবেন স্বয়ং পরিচালক তানভির মোকাম্মেল।
তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৪, সোমবার (জাতীয় ছুটি)
স্থান : গ্রিন হল (SUNBUN HALL) ইতাবাশি, ৩৬-১ সাকাই চো, ইতাবাশি-কু, টোকিও।
হল টেলিফোন : ০৩-৩৫৭৯-২২২২
পথ নির্দেশ : TOBU TOJO LINE-OYAMA স্টেশন ও MITA Line-ITABASHI KUYAKUSHOMAE স্টেশন থেকে ৫ মিনিট হাঁটার দূরত্ব (APFS এর পাশে)
সময় : দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪.৩০ পর্যন্ত। শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০০ ইয়েন
অনুসন্ধান : ০৯০-৫৫৩৮-৪৮৪২ (কাজী ইনসান), ০৩-৩৪১৯-২৫৮২ (বদরুল), ০৯০-১৭৬৪-৮৬৩০ (সজল), ০৯০-৬১৪৬-৯৭৬৩ (বাকের), ০৮০-১১৫৩-১৭৮৬ (ববি), ০৮০-৩২৭০-৪১০৩ (শাহীন)

প্রবাসীরা সবাই আমন্ত্রিত

আয়োজক : বাংলাদেশ সাংবাদিক-লেখক ফোরাম, জাপান